

# এইচ এস সি অর্থনীতি

## অধ্যায়-৭: সংগঠন

**প্রশ্ন ১** সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী সুদান ব্যবসায়িক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাংক থেকে ঝুণ ও সরকারের কাছ থেকে একখণ্ড জমি লিজ নিয়ে সেখানে চুক্তিভিত্তিক ও দিনভিত্তিক কিছু কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে একটি শিল্প-কারখানা স্থাপন করে। পরবর্তীতে সুদানের বৃদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা এবং কর্মের দৃঢ়তার কারণে পাঁচ বছরের মাথায় শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। /চ.বো., দি.বো., সি.বো., ব.বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. এক-মালিকানা কারবার কাকে বলে? ১
- খ. অংশীদারি কারবারে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব হয় কেন? ২
- গ. সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের কোন উপাদানের কার্যক্রম ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. “কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা উন্নত উপাদানের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।”— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে কারবারে একজন মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করে, তাকে এক-মালিকানা কারবার বলে।

**খ** সাধারণত গণতান্ত্রিক মনোভাব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট নিয়মনীতির অভাবে অংশীদারি কারবারে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয়। মূলত অংশীদারি কারবার অংশীদারদের মধ্য পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অংশীদারদের মধ্যে কেউ একজন অদৃশ হলে সবাইকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার, কার দায়িত্ব কতটুকু তার সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি থাকে না। এতে কেউ বেশি পরিশ্রম করেও কম সুবিধা ভোগ করতে পারে। এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের উপাদান ‘সংগঠন’ এর কার্যক্রম ফুটে উঠেছে।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন ও নিয়োগ করার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে সংগঠন বলে। তাই সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে— কারবারে পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং ঝুঁকি বহন ইত্যাদি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন— ব্যাংক থেকে ঝুণ তথা মূলধন সংগ্রহ; সরকারের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি তথা ভূমি লিজ নেয় এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ তথা শ্রম নিয়োগ দেয়। অর্থাৎ, সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ভূমি, মূলধন ও শ্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

তাই স্পষ্টতই বলা যায়, সুদানের কার্যক্রমে সংগঠনের কার্যক্রম ফুটে উঠেছে।

**ঘ** ‘কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা মূলত সংগঠনের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।’— কথা সত্য। এ বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

একজন সফল সংগঠক বা একটি সফল সংগঠন উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান যেমন— ভূমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন পরিচালনা করেন। একেকে সংগঠক তার মেধা, সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের ফুরার সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সচেষ্ট থাকে। এভাবে যে প্রতিষ্ঠান যত বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে, তাই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সম্ভাবনা ততটা প্রবল হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী সুদান তার বৃদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা এবং কর্মের দৃঢ়তার ফুরার তার শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, তার কারখানাটি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম

হয়। ফলশ্রুতিতে উন্নত প্রতিষ্ঠানটির সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সুদান যদি পরিশ্রমী ও দূরদর্শিতা গুণসম্পন্ন না হতো, তাহলে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সৃষ্টি সমন্বয়ের অভাবে উৎপাদন ব্যতো হতো। এর ফলে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থতার দরুন উন্নত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেত।

কাজেই উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টতই বলা যায়, ‘কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা মূলত সংগঠনের ওপর নির্ভর করে।’

**প্রশ্ন ২** বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা মি. ‘খ’ চাকুরির পরিবর্তে একটি বুটিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও দেখাশুনা করেন। এতে ব্যবসার উন্নতি হয় এবং মুনাফা অর্জন করেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। তিনি নিকটস্থ একটি এনজিও হতে ঝুণ গ্রহণ করেন। এনজিওটি ক্ষুদ্র ঝুণ প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরকম অনেক এনজিও আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

/জ.বো., ক.বো., চ.বো., ব.বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. অংশীদারি কারবার কী? ১
- খ. সমবায় কারবার কী অর্থে এক মালিকানা কারবার অপেক্ষা উন্নত? ২
- গ. উদ্দীপকে মি. ‘খ’ এর বুটিক কারখানা কোন ধরনের কারবার? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ভূমি কি মনে কর বাংলাদেশের আত্মকর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওদের কার্যক্রম যথেষ্ট? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

**খ** মূলধন গঠন, বৃহদায়তন উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় কারবার একমালিকানা কারবার থেকে উন্নত। যে সংগঠনে কোনো একক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে তার পুঁজি, বৃদ্ধি ও দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন করে, তাকে একমালিকানা কারবার বলে। এই কারবারে মূলধন স্বল্প থাকে এবং উৎপাদনের ব্যাপকতা কম থাকে। এছাড়া, ঝুঁকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককেই সকল ঝুঁকি বহন করতে হয়। পক্ষতরে, সমবায় কারবারে ছেট ছেট উৎপাদকর্গণ সংঘবন্ধ হয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন শুরু করতে পারে। এছাড়া এ কারবারে কয়েকজন মিলে সাম্যের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালনা করে বলে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। এতে অধিক উৎপাদন হয় তথা সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষয়াণ অধিক হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. ‘খ’ এর ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত বুটিক কারখানাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

মি. ‘খ’ তার বর্ণিত কারখানাটির একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। তার কারখানাটির লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার কারখানাটির একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন। তার বুটিক ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন।

বর্তমানে পৰ্মাণুয়াতা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মি. 'খ' তার উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিম সাহেব একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক পৰ্মাণুয়াতা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও বুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় মি 'খ' এর বুটিক কারখানাটি এক মালিকানা কারবার।

**ধ** বাংলাদেশে আঞ্চলিক কারখানার সৃষ্টি ও নারীদের ক্ষমতায়নে এনজিওদের কার্যক্রম যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। তবে ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও এর পরিধি বাড়ানো উচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি এনজিও যেমন— ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, শক্তি ফাউন্ডেশন, কেয়ার, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্টিস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস ইত্যাদি আঞ্চলিক কারখানার সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত, এসকল এনজিওগুলো দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র ঝণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্ররাম্ভ দিয়ে আঞ্চলিক কারখানার সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে থাকে।

বাংলাদেশে এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান, বিভিন্ন পেশার জন্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, আঞ্চলিক কারখানার জন্য ক্ষুদ্রখণ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও এনজিওগুলো গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদেরকে মাছ চাষ, ফল ও ফুলের বাগান তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও তার প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কুটিরশিল স্থাপন, পানের বরজ তৈরি, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

আবার, এনজিওগুলো সমাজের সর্বস্তরে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা নারীদের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ঝণ সুবিধা দিচ্ছে। আবার অনেক সময় দরিদ্র নারীদের নিয়ে ছেট ছেট দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রখণ দিয়ে থাকে। এ ঝণ দিয়ে দরিদ্র নারীরা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন। তাছাড়া এনজিওগুলো নারীদের হাঁস-মুরগি পালন, ধান ভাঙা, নার্সারি, বেতের কাজ, গুরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি কাজের উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাপ্তি ও সহায়তা করছে। এছাড়া তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য পেতে সহায়তা করছে। এই সকল কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

**প্রশ্ন ৩** রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। তিনি নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তার দক্ষতা, ঝুকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বৃদ্ধিমত্তা, নতুনত প্রবর্তন, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুস্থ বাজারজাতকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। তিনি একাই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সকল মূলাফা ভোগ করেন। সীমাহীন দায়িত্ব ও ঝুকির আধিক্য থাকলেও তার প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা বজায় থাকে।

/স. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ৮।

ক. যৌথ মূলধনী কারবার কী? ১

খ. অংশীদারি কারবারে কি পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব? ২

গ. রহিম সাহেবের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ধরন উল্লেখপূর্বক এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করো। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যখন একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে মিলিত হয়ে মূলধন সরবরাহ করে ব্যবসা বা কারবার শুরু করে তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

**খ** অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।

অংশীদারি কারবারের মালিকরা সাধারণত সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন বলে তারা যথেষ্ট ধন-সম্পদের মালিক হন না। এছাড়া, এ কারবারের অসীম দায়িত্ব, ব্রহ্ম স্থায়িত্ব, কারবারের ওপর

জনগণের আস্থার অভাব রয়েছে। এজন্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারি ব্যবসায়কে ঝণ দিতে চায় না। এসব কারণে অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব হয় না।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। সংগঠক হিসেবে তিনি নানা ধরনের কার্যাবলি পালন করে থাকেন। উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয় করে যিনি সঠিকভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। সাধারণত একজন সংগঠক ঝুকি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, লক্ষ্য নির্ধারণের মতো কাজগুলো করে থাকেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। তিনি দক্ষতার সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করেন। তাছাড়া তিনি কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং ভূমি, শ্রম, মূলধনের সংমিশ্রণ কীভূপ হবে- তা নিজেই নির্ধারণ করেন। এমনকি ব্যবসা থেকে অর্জিত লাভ-ক্ষতির ঝুকি ও তিনি বহন করেন। কাজেই বলা যায়, রহিম সাহেব একজন সংগঠকের যাবতীয় কার্যাবলি পালন করেন।

**ঘ** উদ্দীপকে রহিম সাহেব যেহেতু একাই সকল ঝুকি গ্রহণ করে নিজ বৃদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করেন, তাই তার প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার। নিচে একমালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো।

#### সুবিধাসমূহ:

- একমালিকানা কারবারে একজন মালিক থাকায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- একমালিকানা কারবারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কারণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সবসময় ভালো সম্পর্ক বজায় থাকে।
- মালিক একজন থাকায় যেকোনো পদ্ধতিতে হিসাব সম্পন্ন করা যায়। একেকে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

#### অসুবিধাসমূহ:

- একমালিকানা কারবারে মালিকের দায় অসীম। ব্যবসায়ের ক্ষতির জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পদও ব্যবহার করতে হয়।
- ঝুকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককে অধিক ঝুকি বহন করতে হয়।
- একমালিকানায় একজন মালিকের পক্ষে দ্রু বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাই এ ধরনের কারবারে ব্রহ্ম মূলধন, বৃহদায়তন উৎপাদনের অভাব দেখা যায়।

মূলত এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে একমালিকানা কারবার বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

**প্রশ্ন ৪** মি. 'খ' এবং তার ১০ জন বন্ধু মিলে গামেন্টস ব্যবসা শুরু করলো। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন প্রদান করেছে এবং তাদের মধ্যে চুক্তি হলো তারা কেউ নিজ শেয়ার অন্য কাউকে বিক্রি বা হস্তান্তর করবে না এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবে; কিন্তু মি. 'খ' তার শেয়ার তার বড় ভাইকে বিক্রি করে দেয়াতে অন্য বন্ধুরা সরকারি অনুমোদন নিয়ে কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নতুনভাবে নিবন্ধন করলো। তারা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিল।

/স. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ৮।

ক. সংগঠক কাকে বলে? ১

খ. সমবায় কোন অর্থে একমালিকানা কারবার থেকে পৃথক? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম অবস্থায় কোন ধরনের সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে।

**ব** সমবায় কারবার বিভিন্ন অর্থে একমালিকানা কারবার থেকে পৃথক।  
সমবায় কারবার সাধারণত কোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে একমালিকানা কারবার কেবল ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। সমবায় কারবার আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়; অন্যদিকে, একমালিকানা কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো আদর্শ বা নীতি পালনের প্রয়োজন পড়ে না। সমবায় কারবার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত হয়; কিন্তু একমালিকানা কারবার দ্বারা কেবল একজন উপকৃত হয়।

এসব কারণে বলা যায়, সমবায় ও একমালিকানা কারবার এক নয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম অবস্থায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দু'জন এবং সর্বাধিক পঞ্চাশ জন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ কোম্পানি পুঁজি সংগ্রহ করে; তবে এটি জনগণকে শেয়ার ত্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না এবং শেয়ার হস্তান্তরও করতে পারে না। যারা এ কোম্পানি গঠন করে তারা নিজেরাই অর্ধাংক কোম্পানির সদস্যরাই এর শেয়ার ত্রয় করে। তবে প্রয়োজনে কোম্পানি ব্যাংক বা কোনো লিজিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঝণ গ্রহণ করেও পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। এ কোম্পানিকে নিবন্ধিত হতে হয়; নিবন্ধন পাওয়ার পরই এ কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ছোট ও সদস্য সংখ্যা কম থাকায় কোম্পানির সাধারণ বা কোনো জটিল ও গুরুতপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া, সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় এখানে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির উপরোক্তিত বিভিন্ন দিক বা বিষয়ের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়।

**ঘ** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. 'X' ও তার ১০ জন বন্ধু মিলে প্রথম অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা ছিল একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। আর পরবর্তীতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এটি সাধারণভাবে যৌথ-মূলধনী কারবার বলে পরিচিত।

কিছুসংখ্যক ব্যক্তি হেচ্ছায় একত্রিত হয়ে যৌথ-মূলধনী কারবার গঠন করেন। তারা এ কারবারের শেয়ার ত্রয় করে এর মালিক বা সদস্য হন। এ কারবার আইন-সূচ ও আইন-স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে এ কারবার আইনগত বৈধতা লাভ করে এবং নিজস্ব নামে জনগণের কাছে পরিচিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার চিরতন্ত্র অন্তিমের অধিকারী। নতুন শেয়ারহোল্ডারদের যোগদান, পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের বিদায় অথবা মৃত্যুতে এ জাতীয় কারবারের অন্তিম বিপত্তি হয় না। শেয়ারহোল্ডারগণ এ কারবারের যথার্থ মালিক হলেও তারা এর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি পরিচালকমণ্ডলী এ কারবার পরিচালনা করে। এ কারবারের দায় শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ; প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার যত মূল্যের শেয়ার ত্রয় করেন তা পরিশোধ করার পরই তিনি দায়মুক্ত হন। এ কারবার জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এক বা একাধিক শেয়ার ত্রয় করে যেকোনো ব্যক্তি এ. জাতীয় কারবারের মালিক হতে পারেন। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার স্বতন্ত্রযোগ্য। পূর্বনুমতি ছাড়াই অবাধে এর শেয়ার ত্রয় করা যায় এবং এর মালিকানার অবিরত পরিবর্তন ঘটে।

যৌথ মূলধনী কারবারের উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন দিক বা বিষয় উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটিকে তাই যৌথ মূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়।

**প্রশ্ন ৫** আমজাদ ও আযাদ দু'জন উৎপাদনকারী। আমজাদ আযাদকে বলল, আমার পুঁজি সামান্য। তাই উৎপাদন কর। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বাজার সম্প্রসারণ করতে পারছি না, ব্যাংকও পর্যাপ্ত ঝণ দিচ্ছে না। জবাবে আযাদ বলল, আমরা প্রচুর ব্যাংক ঝণ পাই। বাজারে শেয়ার বিক্রি করি। আমাদের উৎপাদন খরচও কম। ক্লে ক্লে ৩৭। এন্ড ৮; ক্লাস্টেন্ট ক্লেজ, ক্লেজ। এন্ড ৮।

ক. সংগঠন কাকে বলে?

খ. 'উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উদ্দোক্তার প্রধান কাজ' ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে আমজাদ ও আযাদের কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।

ঘ. তুমি কি মনে করো, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমজাদের মতো নয় বরং আযাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার। বিশ্লেষণ করো।

১

২

৩

৪

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুস্থ সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

**খ** উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উদ্দোক্তার প্রধান কাজ।

উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে যে ব্যক্তি পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্দোক্তা বলা হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি, তৃণ, শ্রম ও মূলধন— এ তিনটি উপকরণের সমন্বয় সাধন করেন সংগঠক। উদ্দোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন।

**গ** আমজাদের কারবার হলো একমালিকানা কারবার আর আযাদের কারবার হলো একটি যৌথ মূলধনী ক্যারিবার। নিচে উদ্দীপকের ভিত্তিতে আমজাদ ও আযাদের কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেওয়া হলো:

আমজাদের কারবার একমালিকানা হওয়ায় তার একারপক্ষে কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানে পুঁজির স্বত্ত্বা লেগেই থাকে। এদিক থেকে আযাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। এটি যৌথ মূলধনী হওয়ায় এখানে অতি সহজে শেয়ার বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পরিচিতি ও আর্থিক সক্ষমতার কারণে ব্যাংকও এখানে ঝণ দিতে আগ্রহী থাকে।

আমজাদের কারবারে একজন মালিক; এজন্য এখানে কোনো ব্যাপারে এককভাবে ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে আযাদের কারবার বোর্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সমস্যা সংকুল ও জটিল পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে এ কারবার তাৎক্ষণিকভাবে সভকটের মোকাবিলা করতে পারে না। অন্যদিকে, আমজাদের কারবার ক্ষুদ্রায়তনের হওয়ায় তা বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-দ্রুতই কমানো যায় না। কিন্তু আযাদের কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করা যায়; যার ফলে এখানে উৎপাদনের ব্যয় কম ও উৎপাদন অধিক হয়।

**ঘ** আমজাদের কারবার হলো একমালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে আযাদের কারবার যৌথ মূলধনী কারবার হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমজাদের মতো নয়, বরং আযাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার। নিচে এ বিষয়টির সত্যতা যাচাই করা হলো।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দ্রুত বৃদ্ধির দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা দ্রুত বাঢ়ে। এরূপ বৃদ্ধিক্ষম চাহিদা পূরণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম। ফলে বৃদ্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব

জন্ম করে, ইনসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে বেঙ্গলুর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে।

সুতরাং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বর্ণে আমজাদের মতো নয় বরং আফাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি অধিক প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ▶ ৬** গ্রামের দুষ্প্র মহিলারা সমিতি গঠন করে আয় বর্ধনশূলক কাজের জন্য সরকার অনুমোদিত বিদেশি সাহায্য নির্ভর প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। সমিতির সদস্যগণ নিদিষ্ট হারে টানা দিয়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করে। এরকম প্রতিষ্ঠানের মতো অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'A' দেশের অনেক এলাকার জনগণ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সচেতন হচ্ছে এবং নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট হচ্ছে।

চ. লো. ১৭। গ্রন্থ নং ৯।

ক. স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান কী?

খ. সংগঠককে কেন উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি বলা হয়? ১

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো। ২

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা আলোচনা করো। ৩

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

**খ** সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমৰ্থ সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুস্থুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবার মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায়ে টিকে থাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি এনজিও। 'A' দেশের অন্যান্য এনজিওর মতো এটিও গ্রামের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হলো—

উদ্দীপকের এনজিওটির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটি দিক হলো গ্রামীণ দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্ম উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই এবং খাতা, মেট, পেসিল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে।

তাছাড়া, এটি উপানুষ্ঠানিক ও ব্যবস্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'A' দেশে গ্রামের দারিদ্র্য মানুষদের পক্ষে অর্থ ব্যয় করে ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উচ্চেখ্যোগ্যগুলো হলো— গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কিশোর-কিশোরীদের বয়সনির্ধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান, স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি পায়খানা সরবরাহ, প্রয়োজনীয় ও মুখ্য বিতরণ প্রত্নতি।

এছাড়া এনজিও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন—

জনগণের মধ্যে নিজেদের সক্ষমতা উপলব্ধির জন্য আর্থ-সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ণাভাস প্রচার ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ত্রাণ ও

পুনর্বাসনে গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ, সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদকারী

কৃষকদেরকে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

এসব ছাড়াও এনজিও অসচেল জনগোষ্ঠীকে আর্থকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি এনজিও।

নিচে 'A' দেশ তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

উদ্দীপকের মতো অন্যান্য এনজিওর ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম উপায় হলো দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে তাদের দারিদ্র্য অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উন্নুন্ধ করা। কর্মরত এনজিওগুলোর বিশ্বাস আর্থিক সাহায্য দিয়ে এ শ্রেণির লোকদের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক, যাতে এ জনগোষ্ঠী নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হয় বলে এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম অংশ হলো দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এ উদ্দেশ্যে এনজিওগুলো প্রাথমিক, ব্যবস্ক ও নারী শিক্ষার প্রসার, কর্মোপযোগী কারিগরি শিক্ষা, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন প্রশিক্ষণ, মাছ চাষ, ফুল ও ফলের বাগান তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আনন্দানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উচ্চেখ্যোগ্য হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিবর্তন কর্মসূচিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান, বিভিন্ন পেশার জন্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রবণ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও এনজিওগুলো গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদেরকে মাছ চাষ, ফুল ও ফুলের বাগান তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও তার প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কুটিরশিল স্থাপন, পানের বরজ তৈরি, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সুতরাং বলা যায়, 'A' দেশের তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ▶ ৭** আলাউদ্দীন তার দশ বন্ধুকে নিয়ে স্বেচ্ছায়, সমানাধিকার ও সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে একটি মৎস্য খামার গড়ে তোলে। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা, অদক্ষ পরিচালনা ও মতবিরোধের কারণে এই মৎস্য খামার আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে বেলাল ও আজগার চুক্তির ভিত্তিতে পরম্পরার উপর বিশ্বাস ও অসীম দায়-দায়িত্ব নিয়ে একটি কার্টন ফ্যাট্টির প্রতিষ্ঠা করেন। এতে যে মুনাফা হয় তা চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হয়।

সি. লো. ১৭। গ্রন্থ নং ৯।

ক. সংগঠক কাকে বলে? ১

খ. 'সংগঠন উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান'— ২

ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার কোন ধরনের সংগঠন তা ৩

চিহ্নিত করে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাট্টির এ দুটি ৪

সংগঠনের মধ্যে তুলনা করো।

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমৰ্থ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে।

**খ** সংগঠন উৎপাদনের এমন একটি স্বতন্ত্র উপাদান যা কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদনকে ত্রুটির প্রতি প্রতিরোধ করে।

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমবিভাগ প্রবর্তন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বিনিয়োগের সমস্যাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উন্নত ঘটে। এক্ষেত্রে সংগঠনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ উপায়ে সঠিকভাবে এসব ব্যবস্থাপনা আবশ্যিক। সুতরাং বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নত বিভিন্ন সমস্যার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সংগঠনকে বিবেচনা করা যায়।

**ঘ</b**

উদ্দীপকের মৎস্য খামারে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবারের মতো কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সমবায় কারবার গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ কারবারে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ-হননকারী মধ্যস্বত্ত্বাগীদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সমবায় কারবারে শ্রমিকরাই মালিক। এজন্য এখানে অন্য কারবারের মতো মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিরোধ ও সংঘাত নেই। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন নয়। এটি সমাজের নিঃস্ব, অবহেলিত ও বেকার লোকদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবারের এসব বৈশিষ্ট্যই উদ্দীপকে আলাউদ্দিন ও তার দশ বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠা মৎস্য খামারে দেখা যায়।

**ব** উদ্দীপকে আলাউদ্দিন ও তার দশ বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠা মৎস্য খামারটি হলো একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার। আর বেলাল ও আসগরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কার্টন ফ্যাট্টরিটি হলো একটি অংশীদারি কারবার। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাট্টরি, এ দুটি সংগঠনের মধ্যে নিচে তুলনা করা হলো:

আলাউদ্দিন ও তার দশ বন্ধু স্বেচ্ছায়, সমান অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে মৎস্য খামারটি গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে বেলাল ও আসগর চুক্তির ভিত্তিতে পরম্পরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, অসীম দায়-দায়িত্ব নিয়ে কার্টন ফ্যাট্টরিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। মৎস্য খামারটি সমবায়ের নিম্নিত আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; এ আদর্শ হলো- 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। কার্টন ফ্যাট্টরিটির এমন কোনো আদর্শ নেই। মৎস্য খামারটি মূলত সদস্যদের কল্যাণ সাধন, বাজার থেকে কিছুটা কম দামে মাছ সরবরাহ, স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়ে উঠেছে। কার্টন ফ্যাট্টরিটি সর্বাধিক সন্তুষ্ট মুনাফা অর্জন, স্থানীয় ও অস্থানীয় ব্যবসায়ীদের কার্টনের চাহিদা পূরণ, অংশীদারদের বৈষম্যিক সমৃদ্ধি আনয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কার্টন ফ্যাট্টরিটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এর সদস্যদের দায়-দায়িত্ব, সরবরাহকৃত মূলধন, কারবারের লাভ-লোকসান, সদস্যদের আনুপাতিক সংগ্রহিতা, অর্থ-সংগ্রহ, নতুন সদস্য গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে অংশীদারদের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয়েছে। কিন্তু মৎস্য খামারটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে এরূপ কোনো চুক্তি হয়নি।

এভাবে উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাট্টরি-এ দুইটি সংগঠনের মধ্যে তুলনা করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৮** X, Y ও Z তিন জনে চুক্তিবন্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনজনের মালিকানার অংশও সমান নয়। মূলধন স্বল্পতার কারণে তারা লাভবান হচ্ছেন না। সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য তারা শেয়ারও বিক্রি করতে পারছেন না। অথচ পাশের 'এ্যাপেক্স লিমিটেড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করেছে।

/ব কো ১৭/ প্রশ্ন নং ৮/

- |    |  |   |
|----|--|---|
| ক. | একমালিকানা কারবারের সংজ্ঞা দাও।  | ১ |
| খ. | যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন?  | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে তিনজনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।                           | ৩ |
| ঘ. | X, Y ও Z এর প্রতিষ্ঠানকে উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের মতো বৃপ্তির করা যায় কি এবং কীভাবে? | ৪ |

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা কারবার (Single Proprietorship) বলে।

**খ** যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে দীর্ঘস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যেরূপ ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এরূপ কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির

মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**গ** উদ্দীপকে X, Y ও Z তিন জনে চুক্তিবন্ধ হয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করে, যা অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। নিচে অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো—

১. সাধারণত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের সূত্রপাত ঘটে এবং সকল অংশীদারগণ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের ভার বহন করে।
২. এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হন এবং একজনের ব্যর্থতায় ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে সবাইকে একযোগে এর দায় নিতে হয়, তাই প্রত্যেক সদস্যের দায় অসীম।
৩. এ কারবারের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে। তবে ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে।
৪. এ কারবারের আইনগতভাবে বৈধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত তাই কোনো অংশীদারি তার অংশ অন্যান্য অংশীদারের সম্মতি ছাড়া হস্তান্তর করতে পারে না।
৫. এ কারবারের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তানুসারে অর্জিত মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তবে অংশীদারদের মধ্যে কোনো একজন সদস্য মারা গেলে বা দেউলিয়া হলে বা পাগল হয়ে গেলে উক্ত কারবার বন্ধ হয়ে যায়। তাই এ ধরনের কারবারে স্থায়িত্ব খুবই কম হয়।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের X, Y, Z এর কারবার বা অংশীদারি কারবারে পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে X, Y ও Z এর প্রতিষ্ঠানটি হলো অংশীদারি কারবার এবং দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 'এ্যাপেক্স লিমিটেড কোম্পানি' হলো যৌথ মূলধনী কারবার। কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে অংশীদারি কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারে বৃপ্তির করা যায়।

অংশীদারি কারবার মূলত একটি চুক্তিভিত্তিক কারবার যেখানে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে। এক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়ের কোনো সুযোগ না থাকায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। বহুসংখ্যক লোক এ কারবারের সদস্য হতে পারে এবং প্রয়োজনে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বাড়তে পারে। পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহের সুবিধা থাকায় এ কারবারে বৃহদায়তনের উৎপাদন করা যায় ফলে সদস্যগণ লাভবান হয়। তাছাড়া, এ ধরনের কারবারে কোনো একজন সদস্যের অনুপস্থিতিতে কারবার বন্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু অংশীদারি কারবারে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা নেই।

উদ্দীপকে X, Y ও Z এর অংশীদারি প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানে তথা যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তির করা যায়। তবে এজন্য অংশীদারি কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারের ন্যায় সদস্য সংখ্যা বাড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে সরকারের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এরপর শেয়ার, ঝণপত্র প্রভৃতি বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে এবং একটি পরিচালনা পর্বত গঠন করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং অংশীদারি কারবারের সীমাবন্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অংশীদারি কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারে বৃপ্তির করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৯** বুকি গ্রহণ, অনিচ্ছয়তা, তত্ত্ববধান, উপকরণ, নিয়োগ, পরিবহন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মূলধন সংগ্রহ ও নিয়োগ, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সবই উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। উদ্যোক্তার দক্ষতার ওপরই কারবারের দক্ষতা নির্ভর করে। এর ব্যক্তিগত হলে কারবার পণ্ডও হতে পারে।

- |    |   |   |
|----|---|---|
| ক. | যৌথ মূলধনী কারবার কী?                                 | ১ |
| খ. | আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' | ২ |

৯. উদ্দীপকের আলোকে একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

১০. কেন একটি কারবার সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য যৌথ উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

খ. প্রাণ না থাকলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি উদ্যোগ্তা না থাকলে কারবারও চলতে পারে না।

উদ্যোগ্তা কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং কারবারের মৌলিক সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, বিনিয়োগ সমস্যার সমাধান এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উদ্যোগ্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজনাই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোগ্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয়।

গ. একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা উৎপাদনক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে কারবারকে সফল করে তোলেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হলো:

একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা কারবারের সকল ঝুঁকি বহন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ত্বাসের ফলে কিংবা চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে যে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে তিনি তা মোকাবিলা করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা লম্ব অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করেন যাতে উৎপাদিত ব্যয় হয় সর্বনিম্ন অর্থে মুনাফা হয় সর্বাধিক। দক্ষ উদ্যোগ্তা তার প্রজ্ঞা ও মেধার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবসন্তত উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উচ্চত যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মূলধন হলো কারবারের প্রাণ ও শ্রমিক হলো তার শতিয়ার। তাই একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা সবচেয়ে কম খরচে ও নিরাপদ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং উৎপাদনের প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। এছাড়া দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি নতুন নতুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান ও প্রচার কাজ চালিয়ে যান। এভাবে একজন দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোগ্তা তার বিভিন্ন বাস্তবমূর্খী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারবারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যান।

ঘ. উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, কোনো কারবার যদি একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা দ্বারা পরিচালিত হয় তাবে তা পণ্ডও হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে কেন একটি কারবার সুস্থিতভাবে পরিচালিত হতে পারে না তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো:

কোনো কারবারের উদ্যোগ্তা যদি দক্ষ হন তবে তিনি তার ঝুঁকি ঠিকমতো বহন ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে অপারক হন। এজন্য কারবার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা উৎপাদন কার্যও সুচারুরূপে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে ব্যর্থ হন; ফলে কখনও অতি-উৎপাদন, কখনও নিম্ন উৎপাদন ঘটে, আবার কখনও কারখানার উৎপাদন হঠাতে করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উচ্চত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো সাহস, বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা দক্ষ উদ্যোগ্তার থাকে না।

উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হলে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের মধ্যে সুস্থ সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন। দক্ষ উদ্যোগ্তা উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত প্রায়ই রক্ষা করতে পারেন না। যেমন তিনি মূলধনের তুলনায় চাপ বা লোডের বশবতী হয়ে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে পারেন। সে অবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে

বিশ্বজ্ঞালা, সম্পদের অপচয়, কারখানায় কাজ করার পরিবেশ বিনষ্ট ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে কারবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উদ্যোগ্তা অদক্ষ হলে তিনি সব থেকে কম খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন না। অভিজ্ঞতা, পূর্ব-পরিচিতি বা তাড়াহুড়ার কারণে তিনি এমন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করেন যার সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং মূলধন প্রাপ্তি হয় অনিশ্চিত।

সুতরাং বলা যায়, একজন দক্ষ উদ্যোগ্তা বিভিন্ন কারণে কারবার সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন না বরং কারবারকে সজ্জাটের মধ্যে ফেলে দেন।

গ্রন্থ ১০ ফিরোজ সাহেব তার ৭ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি দূর করার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে শেয়ার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

জ. কো. ১৬। গ্রন্থ নং ৭।

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ১

খ. উদ্যোগ্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফিরোজ সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি কোন ধরনের সংগঠন? ৩

ঘ. স্থায়িত্ব, ঝুঁকি বহন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও শেয়ার হস্তান্তরের দিক থেকে উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগ দুটির মধ্যে তুলনা করো। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের আইন পরিষদের বিশেষ আইনের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

খ. উদ্যোগ্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না কারণ সংগঠন হলো একটি দক্ষতা বা গুণ এবং উদ্যোগ্তা হলেন সেই দক্ষতা বা গুণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি। কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নীতি-নির্ধারণ, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ঝুঁকি বহন প্রভৃতি কাজের সার্বিক দায়িত্ব সম্পাদনের কর্মপ্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে। আর যে ব্যক্তি এসব সাংগঠনিক কাজগুলো সম্পন্ন করেন তাকে বলে উদ্যোগ্তা। তাই সংগঠন হলো এক কর্মনৈপুণ্য, আর উদ্যোগ্তা হলেন— এই কর্মনৈপুণ্যের অধিকারী ব্যক্তি। কাজেই বলা যায়, উদ্যোগ্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না।

গ. ফিরোজ সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি হলো একটি অংশীদারি কারবার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করেন। এখানে সম্পাদিত চুক্তিতে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব ও সরবরাহকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তাছাড়া চুক্তিতে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি, আনুপাতিক সংশ্লিষ্টতা, অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে শর্তাদি উল্লেখ থাকে। গঠনকারী সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। অংশীদারদের সবাই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে অসীম দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেব ও তার ৭ জন বন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। এ থেকে বোঝা যায়, তারা অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেব এবং তার বন্ধুরা মিলে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন সেটি অংশীদারি ব্যবসায় এবং পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়।

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি

কারবার বলে। পক্ষান্তরে, বহুসংখ্যক লোক মিলিতভাবে মূলধন যোগান দিয়ে যথন যৌথভাবে ব্যবসায় শুরু করে, তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

নিচে স্থায়িত্ব, ঝুঁকি বহন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও শেয়ার হস্তান্তরের দিক থেকে উক্ত উদ্যোগ দুটির মধ্যে তুলনা করা হলো—

১. অংশীদারি কারবারের স্থায়িত্ব খুবই কম থাকে। কেননা কারবারের যেকোনো সদস্যের মৃত্যু, মন্তিষ্ঠানের বিকৃতি, দেউলিয়া হওয়াতে কারবারের অবসান ঘটতে পারে। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, কোনো শেয়ারহোল্ডার মারা গেলে বা পাগল বা দেউলিয়া হলে কোম্পানি বন্ধ হবে না। এ বিবেচনায় বলা যায়, স্থায়িত্বের দিক থেকে যৌথ মূলধনী কারবার একটি আদর্শ সংগঠন।
২. অংশীদারি ব্যবসায় লোকসান হলে সমানভাবে বা চুক্তি অনুসারে সব মালিকের দায় বহন করতে হয় বলে কেউ বেশি শ্রতিগ্রস্ত হয় না। আবার, যৌথ মূলধনী কারবারের ঝুঁকি বহু অংশীদার গ্রহণ করে বলে এ ব্যবসায়েও ঝুঁকি কম হয়।
৩. অংশীদারি কারবারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, যৌথ মূলধনী কারবারে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সব সময় ভালো থাকে না।
৪. অংশীদারি কারবারের অংশ, শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তর করতে হলে সব অংশীদারের সম্মতির প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করলেই তার শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত নিতে পারে অথবা নতুন আরও শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

অতএব বলা যায়, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের মধ্যে প্রার্থক্য এবং সাদৃশ্য দুই-ই বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ▶ ১১** করিম সাহেব একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। তার পর্যাপ্ত মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বৃদ্ধিমতা, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধান এবং সুস্থ বাজারজাতকরণের ফলে 'A' প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কিন্তু রহিম সাহেব স্বনামধন্য 'B' প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন। কারণ 'B' প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ঝুঁকি কম, স্থায়িত্ব অধিক, সীমাবদ্ধ দায় এবং এ কারবারের প্রতি জনগণের আস্থা অধিক থাকে।

/র. বো. ১৬। গ্রন্থ নং ৭।

- |  |   |
|--|---|
| ক. এনজিও কী?   | ১ |
| খ. সংগঠন দৃশ্যমান নয়- বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।  | ২ |
| গ. 'A' প্রতিষ্ঠানটির তিনটি অসুবিধা উল্লেখ করো।   | ৩ |
| ঘ. অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্তি- আলোচনা করো। | ৪ |

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বেসরকারি উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এনজিও বলে।

খ. সংগঠন হলো এক কর্মনৈপুণ্য। এটি বস্তুগত নয় বলে দেখা যায় না। উদ্যোক্তাকে এ কর্মনৈপুণ্য কাজে লাগাতে হলে কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে হয়। তাকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। তাকে উৎপাদনের ঝুঁকি নিতে হয়, উৎপাদনে নতুনত্ব প্রবর্তন করতে হয়, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এসব কোনোকিছু দেখা যায় না, তবে তার ফল ভোগ করা যায়। এজন্যই বলা হয়, সংগঠন দৃশ্যমান নয়।

গ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'A' প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের তিনটি অসুবিধা নিম্নরূপ:

১. একমালিকানা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অসুবিধা হলো মূলধনের ব্রহ্মতা। এর মালিক যতই বিভাগী হোন না কেন, তার পক্ষে কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

মূলধনের অভাবে এ প্রতিষ্ঠান সাধারণত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। তাই এখানে বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যয়সংকোচ ভোগ করা যায় না।

২. আধুনিক যুগে অধিক ও মানসম্মত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা অত্যাব্যক্ত। কেবল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদনের এ কৌশল প্রবর্তন সম্ভব। তাই একমালিকানা ক্ষুদ্রায়তন বিধায় কারবারে শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের সুযোগ সীমিত। এজন্য এখানে শ্রমবিভাগের সুফল ভোগ তথা উৎপাদন কার্যক্রম মূল ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় না।
৩. একমালিকানার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অসুবিধা হলো— ঝুঁকি বহন করা। বেশি উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহন করলে উত্তৃত অনিষ্টয়তা ও সঙ্কট সহজে সমাধান করা যায়। একমালিকানা কারবারে কোনো অংশীদার থাকে না বলে কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি ও দেনা এর মালিককেই বহন করতে হয়। কোনো কারণে কারবার অধিক লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং কারবার চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

ঘ. উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি তথা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত।

১. যৌথ মূলধনী কারবার অনেক দিক থেকে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল। কারণ, এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সংগ্রহ শেয়ার ও বড় ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সংগ্রহকারী শেয়ার ও বড়ের লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।
২. এ কারবার বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে ব্যয়বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। পণ্যের মানোরয়ন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন বেশি হয় বলে এখানে বেশি বেতনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগের অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।
৩. তাছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে এখানে মূলধন নিরিডি বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় বলে উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ সুবিধা ভোগ করা যায়। অর্থাৎ কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।
৪. যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে। কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক বেকার কাজের সুযোগ পায়। সুতরাং বলা যায়, অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন ▶ ১২** রহিম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে কিছু মূলধন নিয়ে একটি ওয়েলডিং মেশিন কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর তার কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি চাহিদা অনুযায়ী, দ্রব্য সরবরাহ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পলাশ ও জাকিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারখানার আকার বৃদ্ধি করেন। এতে দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

/র. বো. ১৬। গ্রন্থ নং ৮।

- ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- খ. সংগঠনকে শিল্পের চালক (Captain of Industry) বলা হয় কেন?
- গ. রহিম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ঘ. যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কারখানার তুলনায় কী কী সুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪

**১** BRAC এর পূর্ণরূপ হলো: Bangladesh Rural Advancement Council.

**২** উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বলা হয়।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক (Captain of Industry) বলা হয়।

**৩** রহিম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার। নিচে এর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

**১.** একমালিকানা কারবার গঠনের জন্য আইনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে তা দ্রুতই গঠন করা যায়। তাছাড়া, এখানে কারবার পরিচালনার ব্যাপারে অন্য কারো পরামর্শ বা অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য কারবার পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে দ্রুতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

**২.** একমালিকানা কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে বলে কারবারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান মালিক নিজেই করে। অন্য কেউ এ কারবারের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে না থাকায় কারবারের লাভ-ক্ষতিরও অংশীদার হয় না।

**৩.** একমালিকানা কারবার যেখানে স্থাপিত হয় তার আশপাশের খরিদারদের সাথে মালিক এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেলামেশার ফলে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যা ব্যবসায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া, এখানে মালিকের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যার ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

**৪** রহিম সাহেব তার ওয়েল্ডিং মেশিন কারখানাটি প্রথমে একক উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন। পরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধনের প্রয়োজন পড়ায় তিনি তার দু'বন্ধুকে সাথে নিয়ে কারখানাটিকে অংশীদারি কারবারে রূপান্তরিত করেন। এর মাধ্যমে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে কী কী সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তা নিচে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

রহিম সাহেবের প্রথম কারখানাটি ছিল একমালিকানা কারবার। তার একার পক্ষে কারবার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন তা অংশীদারি কারবারে রূপান্তরিত হওয়ায় অংশীদারগণ কম-বেশি মূলধন যোগান দেন বলে এখানে পূর্বের তুলনায় অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

মূলধনের স্বল্পতা ও রহিম সাহেবের সীমাবন্ধ কর্মক্ষমতার জন্য প্রথম কারবারটি ছিল স্কুল্টার্যাতনের। কিন্তু এখন তা অংশীদারি কারবারে পরিণত হওয়ায় মূলধনের যোগান বেড়েছে। তাছাড়া অংশীদারগণ কারবারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজ নিজ বুনিয়ন্তা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এখন তাই বৃহদাকার এ কারবারটিতে ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করা যাচ্ছে।

রহিম সাহেবের প্রথম কারবারটিতে অংশীদারদের অনুপস্থিতিতে কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হতো। কিন্তু এখন অংশীদারগণ কারবারের যেকোনো ক্ষতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ায় রহিম সাহেবের ঝুঁকির মাত্রা অনেক কমে গেছে।

পূর্বে রহিম সাহেবের একার পক্ষে ব্যাংক কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তি সহজ ছিল না। কিন্তু এখন কারবারে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটায় ঝণ্ডাতারা কারবারে সহজ শর্তে ঋণ দিতে সম্মত হচ্ছেন। এর ফলে কারবারের চলতি মূলধনের স্বল্পতা দূর হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, যুক্তিভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কারবারের তুলনায় উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করছে।

**গ্রন্থ** ► ১৩ জসীম একজন সফল খামারি। তিনি একটি হাঁস-মুরগির খামার দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটির পরিসর বাড়তে বাড়তে তা এলাকার কয়েকটি বড় খামারের মধ্যে অন্যতম বলে আজ গণ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, জসীম সাহেবের বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে এরকম একটি খামার গড়ে তুললেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তা বর্তমানে বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

পৃ. বো. ১৬। প্রপ্ল নং ৭।

ক. অংশীদারি কারবার কী?

১  
খ. অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগানদান সম্ভব হয় কেন?

২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জসীম সাহেবের ব্যবসার ধরন ব্যাখ্যা করো।

৩  
ঘ. জসীম সাহেবের সফলতা এবং তার বন্ধুদের ব্যর্থতার কী কী কারণ আছে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা করো।

৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

**খ** অংশীদারি কারবারে প্রত্যেক অংশীদার কম-বেশি মূলধন যোগান দেয়। কারণ প্রত্যেকেই মুনাফা লাভের আশায় মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান সম্ভব হয়। এজন্য এ কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ফলে অংশীদারি ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন কারবার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জসীম সাহেবের ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

জসীম সাহেব তার খামারের একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। জসীম সাহেব তার খামারের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই তোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার খামারের একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন। তার খামার ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন।

ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জসীম সাহেব তার খামারের একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন।

**ঘ** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, জসীম সাহেব একজন সফল খামারি। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটি অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে তার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারটি দীর্ঘদিনেও সফলতার মুখ দেখেনি। আর এখন তো তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। জসীম সাহেবের এ সফলতা ও তার বন্ধুদের ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ করেছে।

প্রথমত, জসীম সাহেবের একাই তার খামারটি করেছেন। এজন্য সব কাজ তিনি ইচ্ছামতো করতে পারেন। কিন্তু তার বন্ধুরা খামারটি গড়ে তুলেছেন তা সহজে করা সম্ভব হয়নি।

অংশীদারদের মতামতের ভিন্নতা থামার পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। যেখানে জসীম সাহেব কোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, সেখানে তার বন্ধুরা তা পারেন না।

দ্বিতীয়ত, জসীম সাহেব ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে দ্রব্য উৎপাদন করেন। কাজেই তার খামারের উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই বাজারে পায়। কিন্তু তার বন্ধুরা, একেকজন একেক জায়গায় থাকেন। তাদের সকলের সামাজিক অবস্থানও এক রকম নয়। এজন্য তাদের পক্ষে ক্রেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে পায় না।

তৃতীয়ত, জসীম সাহেবের খামার ক্ষুদ্রায়তন ও একমালিকানাধীন হওয়ায় প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতিতে তিনি খামারের সহজেই পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি টিকে থাকেন। কিন্তু তার বন্ধুদের খামার অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও একাধিক মালিকানাধীন হওয়ায় তা প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে ত্রুটেই অপারগ হচ্ছে। এখন তা বন্ধ হওয়ার উপকৰ্ম।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে যেখানে জসীম সাহেবের সফলতা এসেছে সেখানে তার বন্ধুদের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে।

**প্রশ্ন ১৪** জসীম মিয়া তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় ৫০,০০০ টাকা মূলধন নিয়োগ করে একটি হাঁস-মূরগির খামার প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই জসীম মিয়ার খামারটি বড় খামারে পরিণত হয়। অন্যদিকে, জসীম মিয়ার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে।

/টাকা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. সংগঠন কাকে বলে?

১

খ. দারিদ্র্যের হার কমাতে NGO কীভাবে ভূমিকা রাখছে?—  
সংক্ষেপে লিখ।

২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার খামারের প্রকৃতি নির্ণয় কর  
এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করো।

৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারের  
সফলতা কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে? যথাযথ যুক্তিসহ  
বিশ্লেষণ করো।

৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের  
কাজকে সংগঠন বলে।

**খ** ক্ষুদ্রায়ণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা  
NGO দারিদ্র্যের হার কমাতে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন NGO কৃষি, কুটির শিল্প, ঝণ্ডান ও সঞ্চয়, শিক্ষা,  
স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন ইত্যাদিসহ নানাবিধি সামাজিক  
ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে NGO নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। এর ফলে  
দেশে দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়ন হচ্ছে। অর্থাৎ দরিদ্র লোকদের আয়  
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র্যের হার দিন দিন কমছে।  
যেমন— ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে ৮০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস  
করলেও বর্তমানে তা ২৪.৫%।

**গ** উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার খামারটি হলো একমালিকানা  
কারবার। নিচে এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও  
নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা কারবার বলে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের  
উদ্দেশে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো  
ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ বা ক্ষতি  
একাই ভোগ করে তখন তাকে একমালিকানা কারবার বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জসীম মিয়া তার একক নেতৃত্বে ও  
ব্যবস্থাপনায় ৫০,০০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে একটি হাঁস-মূরগির  
খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তার খামারটি হলো একমালিকানা কারবার।  
এ ধরনের কারবারে মালিক একাই ব্যবসার সকল সিদ্ধান্ত নেয় এবং  
ব্যবসায়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায় না। তবে একমালিকানা কারবারের  
স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

**ঘ** উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারটি হলো  
অংশীদারি কারবার। এ ধরনের কারবারের সাফল্য নির্ভর করে  
পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর।

একের অধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত কারবারকে অংশীদারি কারবার বলে।  
সাধারণত অংশীদারি কারবারে সর্বনিম্ন ২ জন, সর্বোচ্চ ২০ জন এবং  
ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। এ  
ধরনের কারবারের মূলনীতি হলো পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। কারণ  
এই পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কল্যাণে যেমন ব্যবসাটি সাফল্যের  
মুখ দেখতে পারে তেমনি এর অভাবে কারবারটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জসীম মিয়ার সাফল্য দেখে তার কয়েকজন বন্ধু  
মিলে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক  
আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তারা একটি অংশীদারি কারবার  
শুরু করে। এ ধরনের কারবারে একমালিকানার চেয়ে বুকি কম।  
আবার, অংশীদারদের মধ্যে কেউ অদক্ষ হলে সবাইকে সমস্যা  
মোকাবিলা করতে হয়। ফলে অংশীদারদের দক্ষতাও এ ধরনের  
কারবারের সাফল্যকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া পারস্পরিক আলোচনার  
মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এতে  
কারবারের সাফল্য নিশ্চিত হয়। কাজেই বলা যায়, পারস্পরিক আস্থা ও  
বিশ্বাস, শ্রম বিভাজন, দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ এবং মতবিরোধ  
দেখা দিলে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর  
অংশীদারি কারবারের সাফল্য নির্ভর করে।

**প্রশ্ন ১৫** রাকিব তার বাবার পেনশনের টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে  
একটি ব্যবসা শুরু করে। প্রথম পর্যায় ব্যবসা শুরু ভালো চললেও  
পরবর্তীতে পুঁজির সংকট, অসীম দায়বদ্ধতার কারণে কারবার বন্ধ  
করতে বাধ্য হয়। অপর দিকে, তারই বন্ধু রূতন আরও ৪ জন বন্ধুকে  
নিয়ে যে কারবার গড়ে তোলে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিরও স্থায়িত্ব কম  
আর মতবিরোধ থাকায় কারবার পরিচালনায় সমস্যার সমূহীন হতে  
হয়।

/রাজটেক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান কী?

১

খ. সংগঠককে শিল্পাধিনায়ক বলা হয় কেন?

২

গ. রাকিবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. রাকিব ও তার বন্ধুদের গড়ে তোলা কারবার অপেক্ষা কেন  
যৌথ মূলধনী কারবার অধিক উত্তম? যুক্তি দাও।

৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বাধীন  
পরিচালনা পর্যায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

**খ** উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক  
বলা হয়।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক  
উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর  
মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় বুকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও  
তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য  
বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও বুকি সংগঠকই বহন  
করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক (Captain of the Industry) বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি  
একমালিকানা কারবার।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত  
ব্যবসায়কে একমালিকানা কারবার বলে। এ ধরনের কারবারে কোনো  
একজন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন করে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা  
ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে। তাছাড়া একমালিকানা কারবার গঠনের  
জন্য কোনো আইনি জটিলতায় পড়তে হয় না বলে তা গঠন দ্রুত ও  
সহজ হয়। এ কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে। এজন্য সিদ্ধান্ত  
গ্রহণ দ্রুত হয়। তবে মূলধনের স্বল্পতার কারণে উৎপাদন কম হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাকিব তার বাবার পেনশনের ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে  
এককভাবে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং পরিচালনা করে।  
তার এই প্রতিষ্ঠানটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হলে স্বল্প পুঁজি ও অসীম  
দায়িত্বের কারণে রাকিব বর্তমানে কারবারটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিব ও তার বন্ধুদের গড়ে তোলা তথা  
একমালিকানা ও অংশীদারি কারবার অপেক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক  
উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কারবার অধিক উত্তম।  
এক মালিকানা কারবারে মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনশীলতা কম। আর  
অংশীদারি কারবারে এক মালিকানার চেয়ে বেশি মূলধন গঠিত হলেও তা  
যৌথ মূলধনী কার

অবদান রাখে। এছাড়া এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সংস্থায় শেয়ার ও বড় ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সংস্থাকারী শেয়ার ও বড়ে লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায়, রাকিব নিজ দায়িত্বে স্বল্প পুঁজিতে (৫ লক্ষ) একটি একমালিকানা কারবার গড়ে তোলেও কিছু দিন পর তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, রাকিবের বন্ধু রতন ও ৪ জন অংশীদার নিয়ে গড়ে তোলে অংশীদার কারবার। কিন্তু মতবিরোধ থাকায় তাও বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যৌথ মূলধনী কারবারে এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখা যায় না এবং এর স্থায়িত্বও অনেক বেশি। আবার, এ কারবার বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে ব্যয়বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। পণ্যের মানেন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় স্তুসের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন বেশি হয় বলে এখানে বেশি বেতনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগের অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে। কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ নেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক বেকার কাজের সুযোগ পায়। তাই বলা যায়, একমালিকানা ও অংশীদার কারবার অপেক্ষা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক উত্তম।

**প্রশ্ন** ▶ ১৬ মনুষ্যসূচী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত অসহায় ও দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ বিতরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য বৃক্ষ স্বাস্থ্যকরণ, শিক্ষা ও পুষ্টি উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়নে NGO ব্র্যাক, আশা, প্রশিক্ষণ বিদেশি NGO যেমন— কারিতাস ইত্যাদি এবং বিদেশি দাতা সংস্থা WB, DE, USAID, JICA, ADB কাজ করে থাকে।

/নেটুর ডেভেলপমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

- |   |   |
|---|---|
| ক. সংগঠন কাকে বলে?  | ১ |
| খ. যৌথমূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন?   | ২ |
| গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের সংস্থাসমূহের প্রেরণাকারী আলোচনা কর। | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উদ্বীপকে উল্লিখিত দেশীয় সংস্থাসমূহের প্রেরণাকারী আলোচনা কর।    | ৪ |

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুস্থ সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

**খ** যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে দীর্ঘস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যেরূপ ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এরূপ কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**গ** উদ্বীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশে কর্মরত সংস্থাগুলোকে জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে এদের প্রেরণাকারী আলোচনা করা হলো—

জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (National NGO): গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমূল্যী কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ব্র্যাক, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আর্থ আশা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (INGO): এসব বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্মরত। বিদেশি অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সংস্থাগুলো এ প্রেরণাকারী অন্তর্ভুক্ত।

যেমন— কারিতাস, কেয়ার বাংলাদেশ, এসওএস, সেভ দা চিলড্রেন, কনসার্ন, ওয়ার্ল্ড ভিশন, টেরেডস হোমস ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা (International Associate NGO): জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচালিত বেসরকারি সংস্থানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থানসমূহ এ প্রেরণাকারী অন্তর্ভুক্ত। এদের কাজ হলো উল্লিখিত সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। বিশ্ব ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাইকা, এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, অর্কফাম, ইউকেএইড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউনিসেফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**ঘ** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উদ্বীপকে উল্লিখিত দেশীয় সংস্থা অর্থাৎ ব্র্যাক, আশা ও প্রশিক্ষণ ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

ব্র্যাক: বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি: গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে কিছুসংখ্যক কেন্দ্রের সুগঠিত দলের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই রয়েছে। গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়া অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতোই হয়ে থাকে। আর এই গ্রুপের মাধ্যমেই তাদের ঝণ দেওয়া হয়। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক প্রকল্প হচ্ছে আডং। গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি কাপড় কিনে আডং-এর মাধ্যমে শহরে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শিক্ষা কর্মসূচি: ব্র্যাকের শিক্ষা- পদ্ধতি উত্তীবনীমূলক ও কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এ কার্যক্রম দেশব্যাপী অর্থ সময়ে শিক্ষা বিস্তার লাভে সাহায্য করেছে। শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ব্র্যাক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেসব বিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে থাকে। সম্প্রতি ঢাকায় ব্র্যাকের পরিচালনায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি: ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে খাবার স্যালাইন, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।  
আশা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্রঝণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ NGO কার্যক্রম শুরু করে। এটি বর্তমানে সর্ববৃহৎ আয়নির্ভর, দ্রুত বিকাশমান ক্ষুদ্রঝণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৪ লক্ষ জন উপকারভোগীর মধ্যে প্রায় ২০,৯০৫ কোটি টাকা ঝণ কার্যক্রমের শুরু থেকে অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঁজিতৃত ঝণ বিতরণ দাঙ্ডিয়েছে ১,২৭,৩৫৭.৩৯ কোটি টাকা এবং আদায় ১,১১,১৮৯.৮০ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ পৃষ্ঠা ১৯৬)।

প্রশিক্ষণ: ১৯৭৫ সনে ঢাকা জেলার 'মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ দেশের ৫৯টি জেলার ২৪,২১৩-টি গ্রাম ও ২,১১০-টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৫,৪০৫.৫৭ কোটি টাকা ঝণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫,৯৩৬.৩৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

**প্রশ্ন** ▶ ১৭ সুজন সাহেব একজন দক্ষ উদ্যোগী। তার নিজস্ব মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বৃদ্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধানের এবং সুস্থ বাজারজাতকরণের ফলে A প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কিন্তু রাজিব সাহেব একটি স্বনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান B-এর প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন। কারণ B প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ঝুঁকি কম, স্থায়ীত্ব অধিক। সীমাবদ্ধ দায় এবং এই কারবারের প্রতি জনগণের আস্থা অধিক থাকে। /ডিক

ক. সংগঠন কী?

১

খ. কোন ধরনের কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. A প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তা চিহ্নিত করে তার বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩

ঘ. সীমাবদ্ধ দায় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে A অপেক্ষা B প্রতিষ্ঠানটির জনগণের নিকট অধিক জনপ্রিয়। উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।

৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন এবং কারবার পরিচালনার কাজকে সংগঠন বলে।

খ. একমালিকানা কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয়ে ঘটবে।

একমালিকানা কারবারে ব্যক্তি একাই সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করে থাকেন। মালিক একাই তার ব্যবসায়ে পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করে এবং এগুলো কীভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সর্বাধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত থেকে উৎপাদন পরিচালনায় সরবরাহকৃত মূলধনের পাশাপাশি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের কারবার পরিচালনা করা হয়। তাই বলা যায়, একমালিকানা কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে।

গ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'A' প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

যে কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা কারবার গঠনের জন্য আইনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে তা দ্রুতই গঠন করা যায়। তাছাড়া; এখানে কারবার পরিচালনার ব্যাপারে অন্য কারো পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য কারবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে দ্রুতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। একমালিকানা কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে এ কারবারে লাভ-ক্ষতির অংশীদার অন্য কেউ হয় না। এছাড়া একমালিকানা কারবার যেখানে স্থাপিত হয় তার আশপাশের ব্যবহারদের সাথে মালিক এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেলামেশার ফলে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা ব্যবসায়ীর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এখানে মালিকের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে স্থাপিত হয়। যার ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রতি গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় সুজন সাহেবের নিজস্ব মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীল দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধান এবং সুস্থ বাজারজাতকরণের ফলে 'A' প্রতিষ্ঠানটির পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে 'A' প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া কারবারের অন্তর্গত।

ঘ. উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি তথা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত।

যৌথ মূলধনী কারবার অনেক দিক থেকে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল। কারণ, এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সংগ্রহ শেয়ার ও বড় ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী শেয়ার ও বড়ের লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া এ কারবার বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে ব্যয়বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। পণ্ডের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় ত্বাসের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন বেশি থাকায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগের ফলে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

তাছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ার বিভিন্ন মধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে এখানে মূলধন নিরিড বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ব্যয় সংকোচ সুবিধা

তোগ করা যায়। অর্থাৎ কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব। আবার যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে। কারবার বৃহদায়তন হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মস্থান হয়। তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক বেকার লোকের কাজের সুযোগে ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন** ▶ ১৮ X, Y ও Z তিনি বন্ধু চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনজনের মালিকানা অংশও সমান না। মূলধন স্বল্পতার কারণে তারা লাভবান হচ্ছেন না। সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য তারা শেয়ারও বিক্রি করতে পারছেন না। অথচ পাশের সানরাইজ লিমিটেড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করেছে।

/বীরভোষ্ঠ মূর হোস্টেল পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

ক. যৌথ থাত কী?

১

খ. সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের তিনজনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনি বন্ধুর প্রতিষ্ঠানকে উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের মত রূপান্তর করা যায় কী এবং কীভাবে?

৪

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সমন্বয় দ্বারা যখন ব্যবসায় পরিচালিত হয় তখন এ ধরনের মিশ্র থাতকে যৌথ থাত বলে।

খ. সংগঠন হলো উৎপাদনের একটি অন্যতম উপকরণ।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন পরিচালনা করতে হয়। তাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন কার্যক্রমকে বলে সংগঠন।

গ. সূজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ১৯ তারেক এবং তার বন্ধু পারস্পরিক সমরোতার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি পোক্টি ফার্ম গঠন করে তা সফলভাবে পরিচালনা করছে। ব্যবসায়ের মুনাফা ও অন্যান্য বিষয় তারা পারস্পরিক সমরোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা দূজনেই ফার্মের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে এবং মূলধনের অনুপাতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করে। মূলত পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তারা ফার্মটি পরিচালনা করছে।

/ন্যাশনাল ডাইভিউল কলেজ, বিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. একমালিকানা কারবার কী?

১

খ. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝ?

২

গ. উদ্দীপকে দুই বন্ধুর কারবারকে কোন ধরনের কারবার বলা যায়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. তারেক ও তার বন্ধু ব্যবসাক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর?

৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কারবারে একজন মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা কারবার বলে।

খ. সরকার কর্তৃক আইনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র পরিচালনায় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের আওতাধীনে থেকে এসব প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পরিচালনায় পরিচালিত হয়। সকার এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানার</p

প্রশ্নপত্রি সরকারি আনুকূল্যও লাভ করতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও দীর্ঘস্মৃতি এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্বলতা এভাবের জন্য এবং প্রশাসনে গতিশীলতা ও প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মসূচিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বায়ত্ত্বাস্তিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

১. তারেক সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি হলো একটি অংশীদারি কারবার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করেন। এখানে সম্পাদিত চুক্তিতে অংশীদারদের দায়িত্ব ও সরবরাহকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তাছাড়া চুক্তিতে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি, আনুপাতিক সংশ্লিষ্টতা, অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে শর্তাদি উল্লেখ থাকে। গঠনকারী সদস্যগণ সমিলিতভাবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। অংশীদারদের সবাই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে অসীম দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকের তারেক সাহেব ও তার ৭ জন বন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। এ থেকে বোঝা যায়, তারা অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেছেন।

২. উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধুর গঠন করা পোক্টি ফার্মের ব্যবসায়টি একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। তারেক ও তার বন্ধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। ন্যূনতম ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন এ কারবারের সদস্য হতে পারে। ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সমরোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ ধরনের কারবার গঠন করা হয়। মূলত পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই অংশীদারি কারবার পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধুর পোক্টি ফার্ম তথা অংশীদারি কারবারটি কিছু সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কিছু সমস্যায় পড়তে পারে। তারেক ও তার বন্ধুর কারবারটি পারস্পরিক সমরোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গঠন করা হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে অন্য আর কোনো অংশীদার নেই বলে ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন হবে। এছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে যদি কোনো কারণে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয় তাহলে যেকোনো সময় ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া মাত্র দুজন অংশীদারের দ্বারা ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন ঘোগান দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে। এতে করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হবে না। অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ এর দায় অসীম থাকে। ব্যবসায়ের বুকি কিংবা লোকসানের পুরোটাই অংশীদারদের বহন করতে হয় বলে ঝণ্ডাতা যেকোনো অংশীদারের কাছ থেকে ঝণ্ডের পুরোটাই আইনগতভাবে আদায় করতে পারে।

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপরে আলোচিত অসুবিধাগুলো উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধু প্রতিষ্ঠিত পোক্টি ফার্ম তথা অংশীদারি কারবারের সাথে জড়িয়ে থাকে এবং উক্ত অসুবিধাগুলো বেশ জটিল। তারেক ও তার বন্ধু ভবিষ্যৎ ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচ্য অসুবিধা বা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ► ২০ X ও Y দুটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। X প্রতিষ্ঠানের পুঁজি কম, তাই উৎপাদনও কম। উৎপাদন ক্ষেত্রে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও পুঁজির ঘাটতি এবং ব্যাংক ঝণ্ডের অভাবে X প্রতিষ্ঠানটি তার বাজার সম্প্রসারণ করতে পারছে না। অন্যদিকে, Y প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এমনকি প্রচুর ব্যাংক ঝণ্ডও পেয়ে থাকে।

ক. সংগঠক কাকে বলে?

খ. সংগঠককে শিল্পের চালক বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের X ও Y কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অধিক বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো।

১

২

৩

৪

## ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের বুকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে।

খ. উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় বুকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও বুকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক (Captain of Industry) বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে 'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একচেটিয়া কারবার এবং 'Y' প্রতিষ্ঠানটি হলে যৌথমূলধনী কারবার। নিচে এদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো।

১. একমালিকানা ব্যবসা হলো একজন ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার হলো কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে পরিচালিত কারবার।

২. একমালিকানা কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হয়। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তুলনামূলক একটু দেরি হয়।

৩. একমালিকানায় মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ কম হয়। পক্ষান্তরে যৌথ মূলধনী কারবারের দায়িত্ব বেশি হওয়ায় মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'X' প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হলেও পুঁজির পরিমাণ কম এবং ঝণ্ডের অভাবে বৃহদায়তনে উৎপাদন পরিচালনা করে। অন্যদিকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করে বৃহদায়তনে উৎপাদন পরিচালনা করে। তাই বলা যায়, 'X' ও 'Y' প্রতিষ্ঠান দ্রুটি যথাক্রমে একমালিকানা ও যৌথ মূলধনী কারবার এবং এদের মধ্যে উপরে উল্লিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. কর্মসংস্থান সূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ও 'Y' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলকভাবে 'Y' প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি।

'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটি যৌথ মূলধনী কারবার-হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ মূলধনী কারবারের বিস্তৃতি দরকার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দ্রুত বর্ধিষ্ঠ বৃদ্ধির দ্রব্যন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা দ্রুত বাড়ে। এরপে চাহিদা পূরণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম। ফলে বর্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব লাঘব করে, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে বেকারত্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে। সুতরাং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লিখিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকলেও একমালিকানা কারবারের চেয়ে যৌথ মূলধনী কারবারের গুরুত্ব অধিক।